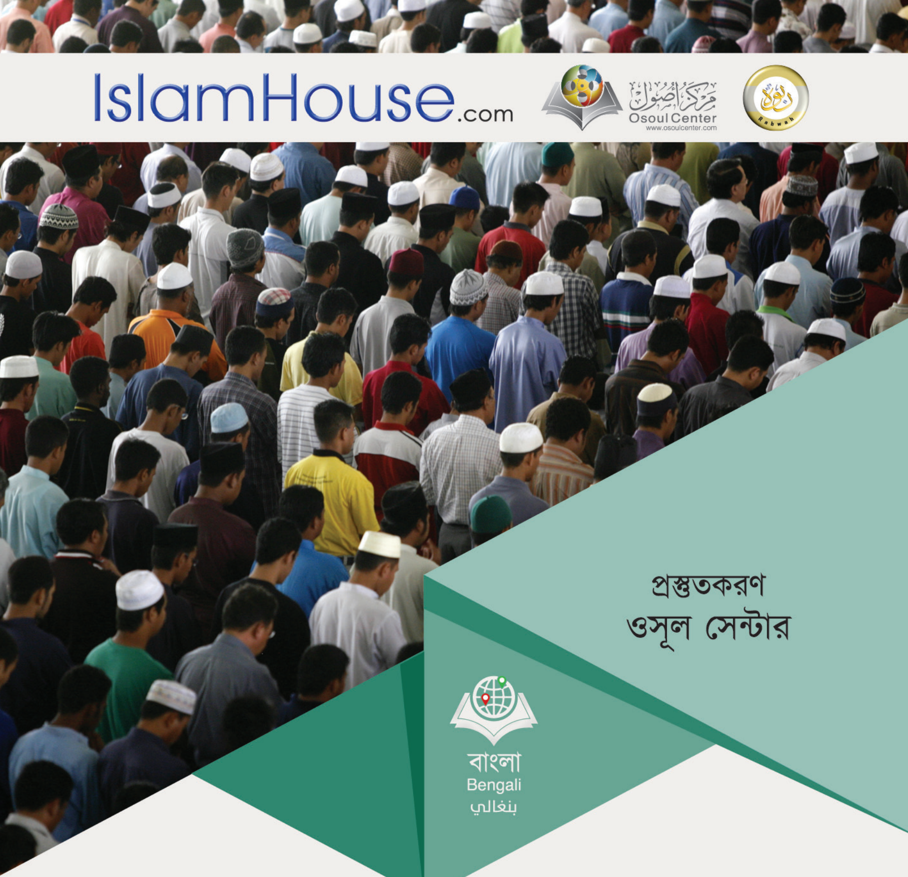

কসর ও জমা করে নামাজ আদায় সম্পর্কে কিছু বিধান

ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া
সম্পাদনা: ড: মুহাম্মাদ মর্তুজা বিন আয়েশ মুহাম্মাদ

أحكام متعلقة بالجمع والقصر

إعداد

مركز أصول

التأليف

د. أبو بكر محمد زكريا

مراجعة

د. محمد مرتضى بن عائش محمد

বাংলা

Bengali

بنغالي

ح المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالربوة، ١٤٤١هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

مركز أصول للمحتوى الدعوي

أحكام متعلقة بالجمع والقصر - اللغة البنغالية . / مركز أصول للمحتوى الدعوي؛ مرتضى محمد عائش - الرياض، ١٤٤١هـ

٤٤ ص، ١٢ سم x ١٦,٥ سم

ردمك : ٦-٤٧-٨٢٩٧-٦٠٣-٩٧٨

١- صلاة المسافر أ. عائش، مرتضى محمد (مترجم) ب. العنوان

ديوي ٢٥٢,٢٨ ١٤٤١/٦٠٥٣

رقم الايداع: ١٤٤١/٦٠٥٣

ردمك : ٦-٤٧-٨٢٩٧-٦٠٣-٩٧٨

Osoul Center
www.osoulcenter.com

This book has been conceived, prepared and designed by the Osoul Centre. All photos used in the book belong to the Osoul Centre. The Centre hereby permits all Sunni Muslims to reprint and publish the book in any method and format on condition that 1) acknowledgement of the Osoul Centre is clearly stated on all editions; and 2) no alteration or amendment of the text is introduced without reference to the Osoul Centre. In the case of reprinting this book, the Centre strongly recommends maintaining high quality.

+966 11 445 4900

+966 11 497 0126

P.O.BOX 29465 Riyadh 11457

osoul@rabwah.sa

www.osoulcenter.com

بسم الله الرحمن الرحيم

অনন্ত করুণাময়

পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

সূচীপত্র

ভূমিকা	৯
নামাজ একত্র করে পড়ার বিধান	১১
প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত	১১
নামাজ একত্রে আদায় করা রুখসত বা ছাড় তবে তা স্থায়ী নিয়ম নয়	১৩
জমা বা একত্রিত করে আদায় করার নিয়ত থাকা কী যরূরী?	১৪
জমা করার সময়ের ব্যাপকতা	১৬
দু' নামাজ জমা করে আদায় করার জন্য কী সফরের অবস্থায় থাকা শর্ত?	১৭
যে সব কারণে দু' নামাজ জমা করা যায়	২০
মুসাফিরের নামাজ ও অন্যান্য বিধি-বিধান নিয়ে কিছু প্রশ্নোত্তর	২৭

কসর ও জমা করে নামাজ আদায় সম্পর্কে কিছু বিধান

ভূমিকা:

আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর প্রশংসা ও নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ পাঠের পর আজকের আলোচনা শুরু করছি।

ইবাদতের ব্যাপারে একটি মৌলিক নীতি হচ্ছে, প্রতিটি ইবাদতের জন্য শরী‘আতপ্রবর্তক আল্লাহ তা‘আলা একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন যা সে সময়েই আদায় করতে হয়, যদি না সেটাকে তার সময় থেকে বিশেষ আবশ্যকতা বা প্রয়োজনের কারণে বের করে অন্য সময়ে করার ব্যাপারে দলীল-প্রমাণাদি পাওয়া যায়।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ٱلَّذِينَ هُمۡ عَن صَلَاتِهِمۡ سَاهُونَ﴾ [الماعون:٥]

“যারা তাদের নামাজ সম্পর্কে বেখবর” [সূরা আল-মা‘উন, ৫] অর্থাৎ তারা নামাজকে তার সময় থেকে পিছিয়ে দেয়।

অনুরূপভাবে বুখারী, মুসলিম, সুনান গ্রন্থকারগণ, মালেক এবং আহমাদ সহ অন্যান্যগণ আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «**الصَّلاَةُ لِوَقْتِهَا**».

"আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন কাজটি সর্বোত্তম? রাসূল বললেন, সময়মত নামাজ আদায় করা"।

কিন্তু হাদীসের দলীল দ্বারাই আবার যে সব রুখসত বা ছাড় দেওয়া হয়েছে তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে দু' নামাজকে জমা করে এক নামাজের সময়ে আদায় করা।

আর এ জমা করা যোহর ও আসরের মাঝে হয়ে থাকে। সুতরাং যোহরকে দেরী করে আসরের সময়ে নিয়ে যাওয়া অথবা আসরকে এগিয়ে নিয়ে এসে যোহরের সময়ে আদায় করার ছাড় শরী'আত আমাদেরকে দিয়েছে।

অনুরূপভাবে এ জমা করার সুযোগ রয়েছে মাগরিব ও ইশার মাঝে, সুতরাং মাগরিবকে দেরী করে ইশার সময়ে নিয়ে গিয়ে দু'টোকে আদায় করা, অথবা ইশাকে এগিয়ে নিয়ে এসে মাগরিবের সময়ে মাগরিবের পরেই আদায় করে নেওয়ার সুযোগ ইসলামী শরী'আত আমাদেরকে দিয়েছে।

কিন্তু ফজরের নামাজ, আলেমগণের ঐকমত্যে তাকে এগিয়ে নেওয়া কিংবা পিছিয়ে দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

বস্তুত: সফর অবস্থায় দু'নামাজ জমা করে আদায় করার মাসআলাটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। অনেকেই এ বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করে থাকে; অনেকেই আবার এর অনেক মাসআলা সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখে না, অথচ বিষয়টির প্রয়োজন অনস্বীকার্য। তাই এখানে এ বিষয়ে কিছু মাসআলার অবতারণা করার প্রয়াস পাবো।

প্রথমেই এটা জানা দরকার যে, মহান আল্লাহর রহমত, তিনি মুসাফিরের জন্য নামাজ জমা তথা একত্র করা বিধিবদ্ধ করেছেন। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত ও ছাড়। কারণ মুসাফির এমন কিছু অবস্থা ও পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে থাকেন যাতে প্রতিটি নামাজকে তার নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা কঠিন হয়ে পড়ে।

আলেমগণ এ ব্যাপারে ইজমা‘ বা ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে আরাফার দিন যোহর ও আসরকে এগিয়ে নিয়ে যোহরের সময়ে জমা করে আদায় করা শরী‘আতসম্মত। অনুরূপভাবে তারা এ ব্যাপারেও একমত পোষণ করেছেন যে, আরাফার দিন সূর্য ডুবার পর কুরবানির ঈদের রাতে মুযদালিফায় মাগরিব এবং ‘ইশা একত্র করে ইশার সময়ে পড়া শরী‘আতসম্মত। [দেখুন, আল-ইজমা‘ ইবনুল মুনযির, পৃ. ৩৮; মারাতিবুল ইজমা‘ পৃ. ৪৫]

তবে এর বাইরে অন্য সময়ে নামাজ একত্রে আদায় করার ব্যাপারে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

নামাজ একত্র করে পড়ার বিধান:

আলেমগণ সফরের কারণে দু’নামাজ একত্রে আদায় করার ব্যাপারে মতভেদ করেছেন:

১ অধিকাংশ আলেম যেমন মালেকী, শাফেয়ী, হাম্বলীগণ এ মত পোষণ করেছেন যে, সফরের কারণে যোহর এবং আসর অনুরূপভাবে মাগরিব ও ইশার নামাজকে একত্রে আদায় করা জায়েয। [আশ-শারহুল কাবীর, ১/৩৬৮; মুগনিল মুহতাজ, ১/৫২৯, কাশশাফুল কিনা‘, ২/৫]

২ হানাফী আলেমগণ বলেন, আরাফা ও মুযদালিফা ব্যতীত দু’ ফরয নামাজকে একত্র করে আদায় করা যাবে না। তবে আকৃতিগতভাবে একত্রিত করা যাবে, আর তা হচ্ছে যোহরকে তার শেষ সময় পর্যন্ত দেরী করে আদায় করা তারপর আসরকে তার প্রথম ওয়াক্তে আদায় করা। [আদ-দুররুল মুখতার ওয়া হাশিয়া ইবন আবেদীন, ১/৩৮১]

প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত:

জুমহূর তথা অধিকাংশ আলেমগণের মতটি এখানে বিশুদ্ধ। কারণ; এর উপর দলীল প্রমাণাদি রয়েছে; তন্মধ্যে:

১ আরাফার দিন ও মুযদালিফার রাতে সকলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে দু'নামাজকে একত্রিত করে পড়া জায়েয হওয়া। আর তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অকাট্যভাবে সাব্যস্ত হওয়া। যেমনটি বর্ণিত হয়েছে জাবের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত দীর্ঘ হাদীসসহ অন্যান্য হাদীসে। [মুসলিম, হাদীস নং ১২১৮]

২ অসংখ্য হাদীসে বর্ণনা এসেছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিভিন্ন সফরে একত্রে নামাজ আদায় করেছেন। তন্মধ্যে অন্যতম হাদীস হচ্ছে:

* আবদুল্লাহ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা হতে বর্ণিত হাদীস,

"كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جدّ به السير".

"নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিব ও ইশার নামাজকে একসময়ে পড়তেন, যখন সফর চলমান হতো"। [বুখারী, ১০৫৫; মুসলিম, ৭০৩]

* সাঈদ ইবন জুবাইর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন,

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء". قال سعيد: فقلت لابن عباس: ما حمله على ذلك، قال: أراد أن لا يحرج أمته.

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুকের যুদ্ধের এক সফরে নামাজকে জমা (একত্রিত) করে আদায় করেছেন। সুতরাং তিনি যোহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশাকে একত্র করে আদায় করেছেন। সা'ঈদ

বলেন, তখন আমি ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমাকে জিজ্ঞেস করলাম, তাকে একাজ করতে কিসে উদ্বুদ্ধ করল? তিনি বললেন, তিনি চেয়েছেন তাঁর উম্মত যেন সংকীর্ণতায় না ভোগে।” [মুসলিম, ৭০৫]

বস্তুত নামাজকে একত্রে পড়ার বিধানের দ্বারা ইসলামের সহজ হওয়া এবং মহানুভবতার প্রমাণ। জমা করার হাদীসগুলোকে প্রতিটি নামাজ তার নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করার পক্ষে আগত দলীল দ্বারা পরিত্যাগ করার কোনো কারণ নেই। কারণ সফর অবস্থায় নামাজ একত্রে আদায় করা সাধারণ মূলনীতির বিপরীতে একটি প্রমাণিত পদ্ধতি। তাছাড়া তখন উভয় সময় নামাজ আদায়ের সময়ে পরিণত হয়ে যায়।

নামাজ একত্রে আদায় করা রুখসত বা ছাড় তবে তা স্থায়ী নিয়ম নয়:

ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম বলেন, জমা তথা নামাজকে একত্রিত করে আদায় করা সাধারণ নিয়মের পর্যায়ে নয় যেমনটি অনেক মুসাফির মনে করে থাকে যে সফরের নিয়ম হচ্ছে একত্রিত করা, ওযর থাকুক বা না থাকুক। বরং সফরে জমা তথা একত্র করে আদায় করা হচ্ছে রুখসত বা ছাড়। আর সফরে কসর করা হচ্ছে স্থায়ী নিয়ম-নীতি। সুতরাং সে হিসেবে বলা যায় যে, মুসাফিরের জন্য স্থায়ী নিয়ম হচ্ছে চার রাকা‘আত নামাজকে দু’রাকা‘আত আদায় করা, সেখানে ওযর থাকুক বা না থাকুক। পক্ষান্তরে দু নামাযকে একত্রিত করে আদায় করার বিধান প্রয়োজনের তাগিদে এবং রুখসত বা ছাড় হিসেবে দেওয়া হয়েছে। এটা এক ধরনের অপরটি অন্য ধরনের। [আল-ওয়াবিলুস সাইয়্যেব, পৃ. ১৪]

আর এজন্য মালেকী মাযহাবের লোকদের মতে সফরে দু’ নামাজ একত্রে আদায় করা উত্তমের বিপরীত; কারণ প্রত্যেক নামাজকে তার নির্দিষ্ট সময়ে অনুষ্ঠিত করাই হচ্ছে উত্তম। তাই উত্তম হচ্ছে তা না করা। যদিও তা করা

মাকরূহ নয়। মালেকী মাযহাবের লোকগণ এটাকে ‘জাওয়ায মুস্তাওয়ীত ত্বারফাইন’ বা এমন জায়েয যার উভয় দিক সমান, এ নামে নামকরণ করে থাকে। [মিনাহুল জালীল, ১/৪১৬; শারহুল খুরাশী, ২/৬৭]

পক্ষান্তরে হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণের মতে, জমা করা মুস্তাহাব নয়, বরং ত্যাগ করাই উত্তম।

জমা বা একত্রিত করে আদায় করার নিয়ত থাকা কী যরূরী?

অর্থাৎ জমা বা একত্রিত করে আদায় করার জন্য প্রথম নামাজ আদায়ের সময়েই জমা করে পড়ার নিয়ত থাকা যরুরী?

আলেমগণের মধ্যে এ ব্যাপারে কয়েকটি মত রয়েছে:

* শাফে‘ঈ ও হাম্বলীদের নিকট যদি দ্বিতীয় নামাজকে এগিয়ে নিয়ে এসে প্রথম ওয়াক্তে দু’নামাজকে একত্রে পড়ে তবে সেখানে দ্বিতীয় নামাজকে আদায় করার নিয়ত প্রথম নামাজ আদায়ের সময়েই থাকতে হবে। অবশ্য যদি প্রথম নামাজকে দেরী করে দ্বিতীয় নামাজের সময়ে নিয়ে যায় তখন প্রথম নামাজ আদায়ের সময় দ্বিতীয় নামাজকে একত্রিত করার নিয়ত লাগবে না।

সে হিসেবে যদি প্রথম নামাজ আদায় করার সময় দ্বিতীয় নামাজকে এগিয়ে নিয়ে আদায় করার নিয়ত না করে তবে তার জমা বা একত্রিত করে আদায় করা শুদ্ধ হবে না। [রাওদাতুত তালেবীন, ১/৩৯৬; কাশশাফুল কিনা‘ ২/৮]

কারণ কখনও কখনও দ্বিতীয় নামাজকে প্রথম নামাজের সময়ে আদায় করা হয় একত্রিত করার জন্য, আবার কখনও তা করা হতে পারে ভুলবশতঃ। সুতরাং এতদোভয়ের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য নিয়তের প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী।

* পক্ষান্তরে মালেকী মাযহাবের আলেমগণের মতে, প্রথম নামাজ আদায় করার সময়ে দ্বিতীয় নামাজকে তার সাথে জমা করার নিয়ত করা ওয়াজিব কিন্তু শর্ত নয়। (আর তা দ্বিতীয় নামাজকে এগিয়ে নিয়ে আসা বা প্রথম নামাজকে দেরীতে আদায় করা উভয় ক্ষেত্রেই সমান) সুতরাং যদি কেউ প্রথম নামাজ আদায়ের সময় দ্বিতীয় নামাজকে জমা নিয়ত করা ছেড়ে দিল, তবে তাতে নামাজ বাতিল হবে না। [হাশিয়াতুল আদাওয়ী (১/৩৩৫)]

* আর এক বর্ণনায় ইমাম আহমাদ, ইমাম মুযানী এবং ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, প্রথম নামাজ আদায়ের সময় দ্বিতীয় নামাজ তার সাথে একত্রিত করার নিয়তের বাধ্য-বাধকতা নেই। [আল-মুহাযযাব, (১/১৯৭); আল-ইনসাফ:২/৩৪১]

ইবন তাইমিয়্যা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর সাথীদের নিয়ে দু’ নামাজ জমা ও কসর করে আদায় করছিলেন তখন তিনি তার সাথীদের কাউকে জমা ও কসর করার নিয়ত করার জন্য আলাদা নির্দেশনা দেন নি। বরং তিনি মদীনা থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন এ পুরো সময় তিনি দু’ রাকাআত কসর করেছেন কোনোরূপ জমা করা ব্যতীতই। তারপর তিনি আরাফায় যোহর আদায় করেছেন তখন তিনি সাহাবীগণকে জানিয়ে দেন নি যে, তিনি এর পরেই আসরকে আদায় করে নিতে চান। কিন্তু তিনি আসরও আদায় করলেন আর সাহাবীগণেরও কেউই যোহরের নামাজের পূর্বে আসরকে তার সাথে পড়ার নিয়ত করেন নি। [মাজমু‘ ফাতাওয়া: ২৪/৫০]

সুতরাং এটাই হচ্ছে প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত। কারণ প্রথম নামাজের সময় দ্বিতীয় নামাজকে তার সাথে আদায় করার নিয়্যত করার বাধ্য-বাধকতার কোনো দলীল পাওয়া যাচ্ছে না, বরং দলীল তার উল্টোটাই প্রমাণ করে।

জমা করার সময়ের ব্যাপকতা:

বস্তুত জমা করে নামাজ আদায় করার বিধানটি দেওয়া হয়েছে মুসলিমদের উপর রুখসত বা ছাড় ও মহানুভবতার জন্য। সুতরাং প্রথম নামাজের শুরু থেকে এ জমা করার সময় দ্বিতীয় নামাজের শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ হবে।

ইবন তাইমিয়্যা বলেন, নামাজের সময় সাধারণ অবস্থায় পাঁচটি, আর ওযর ও প্রয়োজনের সময় তার সময় তিনটি। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيۡلِ وَقُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِۖ إِنَّ قُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِ كَانَ مَشۡهُودٗا﴾ [الاسراء: ٧٨]

"তোমরা নামাজ আদায় করো সূর্য হেলে যাওয়ার পর থেকে রাতের অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত এবং ফজরের কুরআন পাঠ"। [সূরা বনী ইসরাঈল, ৭৮]

আর নিয়মনীতিও এভাবে চলে এসেছে যে ওযরের সময় এ ওয়াক্তগুলোতেই আদায় করতে হয়, আর তাই যোহর ও আসরকে সূর্য হেলে যাওয়ার পর থেকে সূর্য ডুবে যাওয়া পর্যন্ত পড়ার বৈধতা রয়েছে। আর মাগরিব ও ইশাকে সূর্য ডুবে যাওয়ার পর থেকে সুবহে সাদিক উদিত হওয়া পর্যন্ত পড়া বৈধ।[1]

আর এটাই হচ্ছে দু' নামাজকে একত্রে আদায় করার বাস্তবতা। [ইবন তাইমিয়্যাহ, শারহুল উমদা, পৃ. ২৩০-২৩১]

আর তাই এটা প্রমাণিত হলো যে,

---

১ তবে জেনে রাখা উচিত যে, ইশার নামাজের উত্তম সময় হলো মাগরিবের নামাজের সময় শেষ হওয়ার পর থেকে রাতের প্রথম অর্ধাংশ পর্যন্ত। এই ক্ষেত্রে দেখতে পারা যায় সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 172 - (612) এবং হাদীস নং 174 - (612)]। (ড: মুহাম্মাদ মর্তুজা বিন আয়েশ মুহাম্মাদ)।

* প্রথম নামাজটি আদায় করার সময় দ্বিতীয় নামাজটি তার সাথে জমা করার নিয়ত থাকা জরুরী নয়। কারণ এর উপর কোনো দলীল নেই।

* মুসাফিরের নামাজের সময় তিনটি, সূর্য হেলে যাওয়ার পর থেকে সূর্য ডুবা পর্যন্ত যোহর ও আসরের সময়। আর সূর্য ডুবার পর থেকে সুবহে সাদিক উদিত হওয়া পর্যন্ত মাগরিব ও ইশার সময়। আর সুবহে সাদিক উদিত হওয়া থেকে শুরু করে সূর্য উঠা পর্যন্ত ফজরের সময়।

দু' নামাজ জমা করে আদায় করার জন্য কী সফরের অবস্থায় থাকা শর্ত?

* সফর অবস্থায় জমা করার কথা যারাই বলেছেন, তারা সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, জমা করা তখন জায়েয, যখন মুসাফির নামাজের সময়ে সফরে ভ্রমণরত ও রাস্তা অতিক্রমরত অবস্থায় থাকবেন।

* কিন্তু মুসাফির কোনো শহরে অবস্থানরত অবস্থায় যদি নামাজ কসর আদায় করতে থাকেন তখনও কি তিনি দু' নামাজ জমা করে আদায় করতে পারবেন? এ ব্যাপারে আলেমগণের মধ্যে দু'টি মত রয়েছে:

- ইমাম মালেক, কাযী আবু ইয়া'লা আল-হাম্বলী, ইবনুল কাইয়্যেম এবং ইবনে তাইমিয়্যার কথা থেকে বুঝা যায় যে তাদের মত হচ্ছে, দু' নামাজকে জমা করা কেবল সফররত অবস্থাতেই জায়েয, সফরে কোথাও অবস্থান করলে জায়েয নয়। [আল-মুদাওয়ানাহ ১/২০৫, আল-মুবদি' ২/১২৫, আল-ওয়াবিলুস সাইয়্যিব পৃ. ১৪, মাজমূ ফাতাওয়া ২০/৩৬০, ২২/২৯০] কারণ আবদুল্লাহ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বর্ণিত হাদীসে তা-ই এসেছে, তিনি বলেন,

"كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جدّ به السير"

“নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিব ও ইশার নামাজকে একসময়ে পড়তেন, যখন সফর চলমান হতো”। [বুখারী, ১০৫৫; মুসলিম, ৭০৩]

- অন্যদিকে শাফে‘য়ী মাযহাবের আলেমগণ এবং হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণ, আর তার সাথে ইমাম মালেক এর একটি মতও রয়েছে, তাদের মতে, যে সফরে নামাজ কসর করে পড়া হয় সে সফরেই জমা করা জায়েয। সফর চলমান হোক কিংবা কোথাও অবস্থান করে হোক। তবে সফরের বিধান থেকে বের হয়নি এমন হতে হবে। এর বাইরে যতক্ষণ তাকে মুসাফির বলা হবে ততক্ষণই সে জমা করতে পারবে। [মুগনিল মুহতাজ ১/৫২৯; কাশশাফুল কিনা‘ ২/৫; আল-বায়ান ওয়াত তাহসীল ১৮/১১০]

ইবন কুদামা বলেন, যদি দু নামাজকে প্রথম নামাজের সময়ে আদায় করতে চায় তবে তাও জায়েয, চাই কোথাও অবতরণকারী অবস্থায় হোক বা সফর চলাকালীন অবস্থায় হোক অথবা এমন কোনো এলাকায় অবস্থানকারী হয় যেখানে অবস্থানের কারণে নামাজকে কসর করে পড়তে বাধা হয় না। এর এটাই আতা ইবন আবি রাবাহ, অধিকাংশ আহলে মদীনা, শাফে‘ঈ, ইসহাক ও ইবনুল মুনযিরের মত। [আল-মুগনী ২/২০১]

বস্তুত এটাই প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত, এর সপক্ষে প্রমাণ হচ্ছে:

* মু‘আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণিত হাদীস, তিনি বলেন,

"خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك، فكان يجمع الصلاة، فصلى الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا، حتى إذا كان يومًا أخّر الصلاة، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعًا، ثم دخل، ثم خرج بعد ذلك، فصلى المغرب والعشاء جميعًا".

“আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাবুকের যুদ্ধে

বের হলাম, রাসূল নামাজ জমা করতেন, সুতরাং তিনি যোহর ও আসরকে জমা করতেন, আবার মাগরিব ও ইশাকেও জমা করতেন। একদিন তিনি নামাজ আদায়ে দেরী করলেন, সুতরাং তিনি যোহর ও আসরকে জমা করলেন, তারপর তিনি তার তাঁবুতে প্রবেশ করলেন, তারপর বেশ কিছুক্ষণ পরে বের হলেন অতঃপর মাগরিব ও ইশাকে জমা করে আদায় করলেন। [মুসলিম, ৭০৬]

ইবন কুদামা বলেন, এ হাদীসটি তাদের কথার উত্তরে স্পষ্ট দলীল ও শক্তিশালী প্রমাণ, যারা বলে থাকেন যে দু' নামাজ কেবল তখনই জমা করা যাবে যখন কেউ ভ্রমণরত অবস্থায় থাকবে; কারণ এটা প্রমাণ করে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভ্রমণরত অবস্থা ছাড়াও যখন তিনি কোথাও অবতরণ করেছিলেন তখনও জমা করেছেন, তিনি তখন তাঁর তাঁবুতে অবস্থান নিয়েছিলেন, সেখান থেকে তিনি বের হয়েছিলেন এবং দু'নামাজকে জমা করে আদায় করেছেন। তারপর আবার নিজের তাঁবুতে ফিরে গিয়েছিলেন। আর এ হাদীসটি গ্রহণ করা সুনির্দিষ্ট। কারণ হাদীসটি সাব্যস্ত হয়েছে এবং বিধান প্রদানে তা সুস্পষ্ট আর তার বিপরীতে কোনো কিছু নেই। তাছাড়া জমা করা হচ্ছে সফরের রুখসত বা ছাড়সমূহের একটি; সুতরাং তা কেবল ভ্রমণরত অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট হবে না, যেমনিভাবে কসর ও মাসেহ করার বিধানকে শুধু ভ্রমণরত অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট করা যায় না। তবে উত্তম হচ্ছে দেরী করার জমা করা, (দ্বিতীয়টির ওয়াক্তে প্রথমটি ও দ্বিতীয়টি পড়া) কারণ এর মাধ্যমে জমা করার ব্যাপারে মতভেদকারীদের মতভেদ থেকে বের হওয়া যায় এবং সকল হাদীসের উপরই আমল করা যায়।” [আল-মুগনী, ২/২০২]

তারপরও মুসাফিরের উচিত নয় যে, সে কোনো নগর বা শহরে অবতরণ করা অবস্থায় নামাজকে জমা করে আদায় করাকে তার অভ্যাসে পরিণত করে নিবে। বরং জমা তো তখনই করবে যখন তার প্রয়োজন পড়বে এবং

তার উপর প্রত্যেক নামাজকে তার নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে।

সুতরাং বুঝা গেল যে,

- যোহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশার নামাজকে জমা করে আদায় করা আল্লাহর পক্ষ থেকে মুসাফিরের জন্য রুখসত বা ছাড় এবং সহজীকরণ আর তা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রহমতস্বরূপ।
- জমা করা হচ্ছে রুখসত বা ছাড়; যা মুসাফির তার প্রয়োজনে কাজে লাগাবে তবে তা এমন সাধারণ নিয়ম নয় যা সর্বদা করতে হবে।
- আলেমগণের প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত অনুযায়ী জমা করার সময় প্রথম নামাজ আদায় করার সময়েই জমা করার নিয়ত থাকা শর্ত নয়।

যে সব কারণে দু' নামাজ জমা করা যায়

যে সব কারণে জমা করার কথা হাদীসের ভাষ্যের উপর ভিত্তি করে আলেমগণ বলেছেন তা হচ্ছে, ভ্রমণ ও বৃষ্টি। তবে কোনো কোনো আলেম অন্যান্য কিছু বিষয়কে বৃষ্টি ও ভ্রমণের অর্থে হওয়ার কারণে এবং ব্যাপকার্থে সেগুলোর অধীন করে জমা করার কথা বলেছেন।

* তন্মধ্যে বৃষ্টির ব্যাপারে হাদীসের নস হচ্ছে, যা বুখারী ও মুসলিম ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন,

أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وزاد مسلم من غير خوف ولا مطر ولا سفر و وقع عند مسلم في هذا الحديث من طريق سعيد بن جبير قال : فقلت لابن عباس لم فعل ذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أحدا من أمته.

"নিশ্চয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাতে যোহর ও আসরের নামাজকে এবং মাগরিব ও ইশার নামাজকে জমা করে অর্থাৎ একত্রে আদায় করেছেন"।

মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, কোনো প্রকার ভয় বা বৃষ্টি বা সফর ব্যতীতই।

মুসলিমের অপর বর্ণনায় সাঈদ ইবন জুবাইর থেকে এসেছে, তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমাকে জিজ্ঞেস করলাম, কেনো রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা করলেন? উত্তরে তিনি বললেন, তিনি চেয়েছেন যেন তাঁর উম্মতের কাউকে সমস্যায় পড়তে না হয়।

* আর সফরের নামাজকে জমা করার একটি কারণ, তার প্রমাণ, বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত, ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত হাদীস,

«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة».

"নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের দিন মাগরিব ও ইশাকে মুযদালিফায় জমা করে আদায় করেছেন।"

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'নামাজকে কসর করে পড়ার বিশেষ কারণ হচ্ছে সফর। সফর ব্যতীত তা করা জায়েয নেই। কিন্তু জমা করে আদায় করা, তার কারণ হচ্ছে প্রয়োজন ও ওযর। সুতরাং যখনই তার প্রয়োজন হবে তখনই জমা করা যাবে সে সফর দীর্ঘ হোক কিংবা সংক্ষিপ্ত। অনুরূপভাবে বৃষ্টি ইত্যাদির জন্য জমা করে আদায় করার বিষয়টি। তদ্রূপ রোগ-ব্যাধি ও অনুরূপ কাজের জন্য জমা করা, তাছাড়া অন্য কারণেও জমা করে আদায় করা যাবে। কারণ এর দ্বারা উদ্দেশ্য উম্মতের উপর থেকে সমস্যা নিরসণ করা। আর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সফরে কোথাও (সাময়িক) অবস্থানকালে জমা করেছেন বলে প্রমাণিত হয় নি তবে কেবল একটি হাদীসে তা এসেছে। আর এ জন্যই জমা করা জায়েয যারা বলেছেন যেমন মালেক, শাফে'ঈ ও আহমাদ তারা সফর অবস্থায় কোথাও সাময়িক অবস্থানকালে জমা করার ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। তাদের মধ্য থেকে মালেক ও আহমাদ এক

বর্ণনায় তা থেকে নিষেধ করেছেন, আর শাফে'ঈ ও আহমাদ অন্য বর্ণনায় তা জায়েয বলেছেন। অবশ্য আবু হানিফা আরাফা ও মুযদালিফা ছাড়া আর কোথাও জমা করতে নিষেধ করেছেন।

সুতরাং সফররত মুসাফিরের জন্য (যিনি কোথাও সাময়িক অবস্থানকারী নন) দু' নামাজ একত্রে জমা করে আদায় করার ব্যাপারে (আবু হানিফা ব্যতীত) অন্যদের কারও মতভেদ নেই। কারণ সফর হচ্ছে আযাবের একটি টুকরো; যেমনটি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে। আর দু' নামাজকে জমা করে আদায় করার সুযোগ দানের মাধ্যমে সহজীকরণের দ্বারা মুসাফিরের সমস্যা দূর করা হয়েছে। আর তা দীনে ইসলামের একটি সাধারণ নীতির অন্তর্গত, তা হচ্ছে এ উম্মত থেকে সমস্যা ও সংকীর্ণতা দূর করা হয়েছে। আর যেভাবে সফরে কসর করা শরীয়ত নির্দেশিত পন্থা বরং সফর হচ্ছে কসর করার কারণ, তেমনিভাবে জমা করাও জায়েয। যদিও জমা করা হচ্ছে রুখসত বা ছাড় আর কসর হচ্ছে শরীয়তের বিধিবদ্ধ নির্দেশনা, তবুও উভয়টিই উক্ত সাধারণ নীতির অন্তর্ভুক্ত।

তবে যে মুসাফির তার নিজের দেশ ছাড়া অন্য কোথাও সাময়িক অবস্থান নিয়েছে, নিজের বাসস্থান নির্ধারণ না করে, বরং সেখানে প্রয়োজনের খাতিরে অবতরণ করেছে, তারপর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে আবার তার সফর চালিয়ে যাবে, এ মুসাফিরের জন্য কি দু' নামাজ একটির সময়ে জমা করে আদায় করা যাবে এ ব্যাপারে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ এর ধরনের জমা করাকে নিষেধ করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আরাফাহ ও মুযদালিফায় জমা করার বিষয়টিকে সে দু' স্থানের সাথে বিশেষিত বলে প্রকাশ করেছেন। সুতরাং তার মতে অন্য কোথাও জমা করা যাবে না।

আর শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আর যখন

তা প্রমাণিত হলো, তখন দু'নামাজকে জমা বা একত্রিত করে আদায় করার বিষয়ে এটা বলা যায় যে, তার কারণ হচ্ছে, নুসুক বা হাজ্জ যেমনটি হানাফী আলেমগণ এবং ইমাম আহমাদের একদল সাথী বলে থাকেন। আর তা ইমাম আহমাদের সরাসরি ভাষ্যের দাবিও বটে। কারণ তিনি মক্কী হাজীকে আরাফার মাঠে কসর করতে নিষেধ করতেন কিন্তু তাকে জমা করতে নিষেধ করতেন না। তাছাড়া ইমাম আহমাদ মুসাফির কর্তৃক নামাজ জমা করে আদায় করার ব্যাপারে বলেছেন যে, কসর করার মতই দীর্ঘ সফরে জমা করবে। আর যদি বলা হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক জমা করার বিষয়টি ছিল হাজ্জের কারণে, তাহলে সেখানে দু'টি মত রয়েছে, এক. আরাফাহ্ ও মুজদালিফাহ্ ছাড়া কোথাও জমা করা যাবে না, যেমনটি হানাফীগণ বলেছেন। দুই. হাজ্জ ব্যতীত জমা করার অন্যান্য কারণেও জমা করা যাবে যদিও সফর না হয়, আর তা হচ্ছে বাকী তিন ইমামের মত।

আর সত্য হচ্ছে,

* যখন কেউ সফর-রত অবস্থায় থাকবে, তখন দুই নামাজকে এগিয়ে এনে বা পিছিয়ে নিয়ে জমা করে আদায় করা যাবে।
* অনুরূপভাবে যখন কেউ সফরে কোথাও সাময়িক অবস্থান করে সেখানেও যদি জমা করে নামাজ আদায় করার প্রয়োজন দেখা দেয় তবে তাও করবে। যাতে করে সমস্যা মুক্ত হওয়া যায়।
* তদ্রূপ মুকীম অবস্থা বা সফর ব্যতীত নিজ জায়গায় অবস্থানকারী ব্যক্তিগণও প্রয়োজনে দু' নামাজকে জমা করে পড়তে পারেন।

যেমনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রয়োজন থাকার কারণেই মুজদালিফায় জমা করেছিলেন। অথচ প্রয়োজন না থাকায় মীনায় তা করেননি। যদি প্রয়োজন না থাকলেও তা বৈধ হতো তবে রাসূল সেখানে তা করতেন, কারণ তা করার চাহিদা ও দাবী তো ছিলই অর্থাৎ

তিনি সফরে ছিলেন। তারপরও তিনি তা করেন নি, অর্থাৎ সফরে কোথাও অবতরণ অবস্থায় দু নামাজ জমা করে আদায় করাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রয়োজন ও আবশ্যকতার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন।

মোটকথা: মুসাফির কোথাও সাময়িক অবস্থান নিলে সেখানে দু'নামাজ জমা করার বিষয়টি প্রয়োজন ও আবশ্যকতার সাথে সম্পৃক্ত, যেমনিভাবে এ জমা করার বিধান মুকীম বা স্থায়ী আবাসস্থলেও প্রয়োজনে করার বিধান শরী'আতে রয়েছে। কিন্তু সফরে কসর করার বিধান এর ব্যতিক্রম তা স্বাভাবিক নিয়ম, শুধু ছাড় নয়। আর এ জন্যই সফরে কসর করা সর্বাবস্থায় নিয়মসিদ্ধ বিষয়, সফর চলতে থাকুক বা কোথাও সাময়িক অবস্থানে থাকুক। কারণ সাহাবীগণ থেকে তা প্রমাণিত হয়েছে, আর সেটা মারফূ' হাদীসের অন্তর্ভুক্ত, উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন,

«صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ».

"সফরের নামাজ দু' রাকা'আত, ঈদুল আদহার নামাজ দু' রাকাআত, ঈদুল ফিতরের নামাজ দু' রাকাআত, এগুলো তোমাদের নাবীর মুখ নিঃসৃত পরিপূর্ণ নামাজ, কসর নামাজ নয়।"

অনুরূপভাবে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন,

«الصَّلَاةُ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ».

"নামাজ যখন প্রথম ফরয হয়েছিল তখন দু' রাকা'আতই ফরয হয়েছিল, অতঃপর সফরের নামাজকে স্থির রাখা হয়েছে আর অবস্থানের নামাজে পূর্ণতা আনা হয়েছে"।

ইমাম যুহরী বলেন, আমি 'উরওয়াকে বললাম, তবে যে আমি স্বয়ং আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকেই সফরে পূর্ণ নামাজ আদায় করতে দেখেছি? তখন উরওয়া জবাবে বললেন, আয়েশা সে ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছেন যে ব্যাখ্যার আশ্রয় উসমান নিয়েছেন (অর্থাৎ তিনি হয়ত সেখানে অবস্থানের নিয়ত করেছেন)।

তদ্রূপ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

«صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ كَفَرَ».

"সফরের নামাজ দু' রাকাআত, যে কেউ সুন্নাতের বিরোধিতা করবে সে কাফের হয়ে যাবে"।

মুসাফিরের নামাজ ও অন্যান্য বিধি-বিধান নিয়ে কিছু প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন- ১: কত দূরত্বের সফর করলে কেউ মুসাফির বলে গণ্য হবে এবং সফরের রুখসত পেতে পারে?

উত্তর: মানুষের দৃষ্টিতে যদি উদ্দেশ্যকৃত স্থানটি সফর হিসেবে বিবেচিত হয়, তাহলে তাই তাকে মুসাফির বানাবে। আর তখনই সফরের চারটি রুখসত বা ছাড়ের অধিকারী হবে। সে চারটি বস্তু হচ্ছে:

* কসর তথা চার রাকা'আত বিশিষ্ট নামাজকে কসর করে দু' রাকা'আত পড়া।

* জমা তথা দুই নামাজকে এগিয়ে নিয়ে অথবা পিছিয়ে নিয়ে যে কোনো এক ওয়াক্তে আদায় করা।

* মোজার উপর মাসেহ করা, তিন-দিন তিন-রাত্রি পর্যন্ত।

* রমযানের দিনের বেলায় রোজা ভঙ্গ করা।

আর যদি স্থানটি সফরের দূরত্ব কী না এ ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্য দেখা দেয়, অথবা সন্দেহ হয়, তাহলে তখন দূরত্বের দিকে খেয়াল করতে হবে। তাই দেখতে হবে যদি তোমাদের যাওয়ার স্থানটি তোমাদের শহর থেকে আশি (৮০) কিলোমিটারের অধিক হয়, তাহলে তোমরা মুসাফির বলে বিবেচিত হবে; আর তখন তোমরা উপরোক্ত চারটি রুখসতের অধিকারী হবে। অর্থাৎ দুই নামাজকে জমা করার সুযোগ, চার রাকা'আত বিশিষ্ট নামাজকে দু' রাকা'আতে কসর করার সুযোগ, মোজার উপর তিন-দিন

তিন রাত মাসেহ করার সুযোগ এবং রমযানের দিনের বেলায় রোজা ভঙ্গ করার সুযোগ।

আর সফর অবস্থায় কোথাও অবতরণ করলেও তোমরা জমা করা এবং কসর করার সুযোগ পাবে, যদিও তোমরা ভ্রমণরত না থাক। কারণ তোমরা তখনও মুসাফির হিসেবেই খ্যাত থাক, সুতরাং তোমরা সফরের চারটি রুখসত ও ছাড়ের সুযোগ লাভের অধিকারী হবে, যদিও কোথাও সাময়িকভাবে অবস্থান করে থাক। যখন তোমরা জামাআতের সাথে তা আদায় করবে।

এর মধ্যে একটি পার্থক্য এই যে, কসর করা তোমাদের জন্য উত্তম হবে, আর জমা না করা তোমাদের জন্য উত্তম হবে, যদি জমা না করার কারণে কষ্ট অনুভূত না হয়। তবে কষ্ট না থাকলেও জমা করতে দোষ নেই; কারণ তোমাদেরকে তখনও মুসাফিরই বলা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন: ২ কারও উপর যদি মুসাফির অবস্থায় নামাজ পড়ার আবশ্যকতা এসে যায়, কিন্তু সে নিজ অবস্থানস্থলে যাওয়া পর্যন্ত যদি সেটা আদায় না করে তবে সে কি উক্ত নামাজটি পূর্ণ আদায় করবে নাকি কসর করবে?

উত্তর: তার উপর কর্তব্য হচ্ছে সে যেন নামাজকে পূর্ণরূপে আদায় করে। নামাজ আদায় করার অবস্থাই এখানে ধর্তব্য হবে। কারণ সে এখন মুকীম বা অবস্থানকারী। তাছাড়া সফরের কারণ তার কাছ থেকে তিরোহিত হয়েছে। আর এটাই শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এর পছন্দনীয় মত।

প্রশ্ন: ৩ কারও উপর যদি মুকীম অবস্থায় নামাজ পড়ার আবশ্যকতা এসে যায়, কিন্তু সে মুসাফির হয়ে যাওয়া পর্যন্ত যদি সেটা আদায় না করে তবে সে কি উক্ত নামাজটি পূর্ণ আদায় করবে নাকি কসর করবে?

উত্তর: তার জন্য কসর করা বিধি-সম্মত। কারণ সে নামাজ আদায়ের সময়

মুসাফির অবস্থায় আছে। আর এটাই শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যার পছন্দ করা মত।

প্রশ্ন: ৪ যখন কোনো মুসাফির কোনো মুকীম (অবস্থানকারী) এর পিছনে নামাজ আদায় করবে তখন সে কী করবে?

উত্তর: তখন মুসাফিরের উপর কর্তব্য হবে সে নামাজটি পূর্ণরূপে আদায় করা। সে নামাজের শুরু থেকে পেলো নাকি কেবল এক রাকা‘আত পেলো অথবা দুই রাকা‘আত বা তিন রাকা‘আত পেলো এতে কোনো তারতম্য হবে না। তখন মুসাফিরের জন্য কসর করা জায়েয হবে না। কারণ নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যেমনটি বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে,

«إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه».

“ইমাম তো নির্ধারণ করা হয়েছে তাকে অনুসরণ অনুকরণ করার জন্য, সুতরাং তোমরা তার সাথে ভিন্নমত করো না”।

তাছাড়া ইমাম মুসলিম ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন, যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, মুসাফিরের বিধান এমন কেনো যে সে যখন একা পড়ে তখন কসর করে কিন্তু (মুকীম) ইমামের পিছনে চার রাকা‘আত পড়ে? তখন তিনি বললেন,

«تلك هي السنة».

“এটাই হচ্ছে সুন্নাহ তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ” ।

প্রশ্ন: ৫ যখন কোনো মুকীম কোনো মুসাফিরের পিছনে নামাজ আদায় করবে তখন সে কী করবে?

উত্তর: তার উপর কর্তব্য হচ্ছে এই যে, সে নামাজ পরিপূর্ণরূপে আদায় করবে। সুতরাং যখন মুসাফির ইমাম দু’ রাকা‘আত আদায় করে সালাম

ফিরাবে তখন মুকীমের উপর আবশ্যক হচ্ছে বাকী দু’ রাকা‘আত নিজে আদায় করা; যাতে সে তার নামাজকে চার রাকা‘আত বিশিষ্ট করতে পারে।

এখানে একটি নিয়মনীতি জানা দরকার তা হচ্ছে, মুক্তাদী সর্বাবস্থায় তার ইমামের সাথে পূর্ণ নামাজ আদায় করবে। তাই

* যদি ইমাম মুকীম হয় আর মুক্তাদীও মুকীম হয় তবে মুক্তাদীর উপর নামাজ পূর্ণরূপ আদায় করা ওয়াজিব।
* যদি ইমাম মুকীম হয় আর মুক্তাদী মুসাফির হয়, তবে মুক্তাদীর উপর নামাজ পূর্ণরূপ আদায় করা ওয়াজিব।
* যদি ইমাম মুসাফির হয় আর মুক্তাদী হয় মুকীম, তবে মুক্তাদীর উপর ওয়াজিব হচ্ছে পূর্ণ নামাজ আদায় করা।
* তবে এক অবস্থা এর ব্যতিক্রম, তা হচ্ছে, যদি ইমাম মুসাফির হয় আর মুক্তাদীও মুসাফির হয় আর তারা উভয়ে কসর করতে চান, তখন মুক্তাদী কসর করবেন।

প্রশ্ন: ৬ যখন কেউ মাসজিদে প্রবেশ করে দেখতে পায় যে ইমাম সাহেব ইশা পড়ছেন, অথচ মাসজিদে প্রবেশকারী মাগরিব পড়ে নি, তখন সে কী করবে?

উত্তর: বিশুদ্ধ মত হচ্ছে যে, তিনি ইমামের সাথে ইশার নামাজে প্রবেশ করবেন তবে তিনি নিয়ত করবেন মাগরিবের নামাজের। এখানে ইমাম ও মুক্তাদীর মধ্যকার নিয়তের ভিন্নতা হলেও তাতে কোনো ক্ষতি নেই। সুতরাং যখন ইমাম সাহেব তিন রাকা‘আত আদায় করে চতুর্থ রাকা‘আতের জন্য দাঁড়াবেন, তখন মুক্তাদী বসে পড়বে এবং তাশাহহুদ পড়ে নিবে, আর এমতাবস্থায় তার জন্য দু’টি কাজের একটি করার এখতিয়ার থাকবে, হয় সে বসা অবস্থায় ইমামের অপেক্ষা করবে অতঃপর যখন ইমাম চতুর্থ

রাকা'আত পড়ে এসে সালাম ফিরাবে তখন সেও সালাম ফিরাবে। অথবা তার জন্য ইমামের পূর্বেই সালাম ফিরিয়ে ফেলা বৈধ হবে। আর এটি শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যা এর পছন্দনীয় মত।

প্রশ্ন: ৭ যখন কেউ মাসজিদে প্রবেশ করবে এমতাবস্থায় যে সে যোহর আদায় করে নি, কিন্তু ইমামকে সে আসর আদায়রত অবস্থায় পাবে, এমতাবস্থায় তার করণীয় কি?

উত্তর: সে ইমামের সয়ত যোহরের নামাজের নিয়তে প্রবেশ করবে, আর সে নামাজকে পরিপূর্ণরূপে আাদায় করবে, কোনোরূপ কসর করবে না। কারণ এ দু' নামাজের মধ্যে কার্যগত কোনো পার্থক্য নেই। উভয়ের রাকা'আত সংখ্যা একই, আর তাদের মধ্যে পদ্ধতিগত কোনো পার্থক্যও নেই। আর শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এ মতটি পছন্দ করেছেন।

প্রশ্ন: ৮ যদি কেউ নামাজে প্রবেশের সময় নিয়ত করে পূর্ণ নামাজ আদায় করবে, কিন্তু নামাজ আদায়ের সময় তার স্মরণ হলো যে সে তো মুসাফির, এমতাবস্থায় সে কি কসর আদায় করবে?

উত্তর: এমতাবস্থায় তার উপর পূর্ণরূপ নামাজ আদায় করা আবশ্যক নয়, বরং সে কসর করবে, যদিও সে নামাজের শুরু থেকে কসরের নিয়ত করে নি। কারণ মুসাফিরের নামাজের ব্যাপারে মূল কথা হচ্ছে কসর করা। যেমন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر».

"নামাজ প্রথমে ভ্রমণ ও অবস্থানকালীন অর্থাৎ সর্বাবস্থায় দু' রাকা'আত দু'রাকা'আত করে ফরয হয়েছিল, অতঃপর সফরের নামাজকে তার অবস্থায় রেখে দেওয়া হয় কিন্তু অবস্থানকালীন সময়ের নামাজে বৃদ্ধি ঘটে।"

আর এ মতটি শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ পছন্দ করেছেন।

প্রশ্ন: ৯ যে কেউ কসর করার নিয়্যতে নামাজে প্রবেশ করল, কিন্তু পরে ভুলে গিয়ে তৃতীয় রাকা'আতের জন্য দাঁড়িয়ে গেল, এমতাবস্থায় সে কি দ্বিতীয় রাকা'আতের বসায় ফিরে যাবে নাকি চার রাকা'আত আদায় করবে?

উত্তর: তার উপর কর্তব্য হচ্ছে দ্বিতীয় রাকাআতের বসায় ফিরে যাওয়া। কারণ এ লোকটি দু' রাকা'আত নামাজ আদায় করার জন্যই নামাজে প্রবেশ করেছে, সুতরাং সে দু' রাকা'আতই পড়বে, এর বেশি করা তার জন্য জায়েয নয়। সুতরাং তার উপর কর্তব্য হচ্ছে তৃতীয় রাকা'আত থেকে ফিরে গিয়ে নামাজ ফিরানো এবং সালামের পরে সাজদায়ে সাহু প্রদান করবে, কারণ সে নামাজে বর্ধিত কাজ করেছে।

আর এটা শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যা রাহিমাহুল্লাহ এর অভিমত।

প্রশ্ন ১০ যদি কেউ যোহর ও আসর অথবা মাগরিব ও ইশা আগাম জমা করে পড়ে নিল, তারপর সে তার শহরে এমন সময়ে প্রবেশ করলো যে আসর কিংবা ইশার নামাজের ইকামত হচ্ছে, অথবা সেগুলোর আযানের পূর্বেই সে তার জায়গায় প্রবেশ করলো, এমতাবস্থায় সে কি নামাজে প্রবেশ করবে এবং তাদের সাথেও নামাজ আদায় করবে?

উত্তর: তাদের সাথে নামাজে প্রবেশ করার আবশ্যকতা তার উপর নেই। কারণ সে নামাজ আদায় করে নিয়েছে এবং নিজের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে পেরেছে। সুতরাং তার উপর কর্তব্য নয় তাদের সাথে নামাজ আদায় করা; কারণ সে তা আদায় করে নিয়েছে এবং পূর্ববর্তী নামাজের সাথে আগাম জমা করেছে। তবে যদি সে তাদের সাথে নফল নামাজের নিয়্যতে প্রবেশ করে এবং তার থেকে সন্দেহ-সংশয় দূর করতে চায় তবে তা উত্তম।

আর এ মতটি শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ পছন্দ করেছেন।

প্রশ্ন: ১১ আসরের নামাজকে জুম‘আর নামাজের সাথে জমা তথা একত্র করে আদায় করার বিধান কী?

উত্তর: আসরের নামাজকে জুম‘আর নামাজের সাথে জমা করা যাবে না। আর জুম‘আকে যোহরের উপর কিয়াস করাও শুদ্ধ হবে না। কারণ যোহর ও জুম‘আর মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। সুতরাং মুসাফির যদি জুম‘আর নামাজ আদায় করে তবে তার জন্য জায়েয নয় তার সাথে আসরকে জমা করে আদায় করা। কারণ নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত হয় নি যে তিনি আসর ও জুম‘আকে একত্রে জমা করে আদায় করেছেন। আর ইবাদতের ব্যাপারে মূল হচ্ছে নিষিদ্ধ হওয়া, যতক্ষণ পর্যন্ত দলীল-প্রমাণাদিতে তা সাব্যস্ত না হবে।

প্রশ্ন: ১২ জুম‘আর দিনে কী সফর করা জায়েয?

উত্তর: জুম‘আর দিনে জুম‘আর নামাজের দ্বিতীয় আযান হয়ে গেলে সফরের উদ্দেশ্যে বের হওয়া হারাম। কারণ আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ [الجمعة: ٩]

“হে যারা ঈমান এনেছ, যখন তোমাদেরকে জুম‘আর দিনে নামাজের জন্য ডাকা হয় তখন তোমরা আল্লাহর যিকর এর দিকে ধাবিত হও”। [সূরা আল-জুম‘আহ: ৯]

কিন্তু যদি দ্বিতীয় আযানের পূর্বে সফর শুরু করে তবে তা জায়েয। তবে কোনো কোনো আলেম বলেছেন এ সময়েও তার জন্য সফর করা মাকরূহ;

যাতে করে কোনো মানুষের জন্য জুম‘আর উপস্থিত হওয়ার যে ফযীলত রয়েছে তা থেকে সে মাহরূম না হয়।

প্রশ্ন: ১৩ যে দু’ নামাজকে জমা করে আদায় করার ইচ্ছা করা হচ্ছে সে দু’টো নামাজ কী কোনো প্রকার বিচ্ছেদ ব্যতীত পরপর আদায় করে নিতে হবে?

উত্তর: এ দু’ নামাজের মধ্যে পরপর হওয়া শর্ত নয়। আর এটিই শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যা রাহিমাহুল্লাহ পছন্দ করেছেন।

প্রশ্ন: ১৪ যখন কেউ দু নামাজকে জমা করে আদায় করার ইচ্ছা পোষণ করে তখন কি প্রতি নামাজের জন্য আযান ও ইকামত দিবে?

উত্তর: বস্তুত মুসাফিরের জন্য নির্দেশনা হচ্ছে এক আযান দেওয়া এবং প্রত্যকে নামাজের জন্য ইকামত দেওয়া। আর এ মতটিকেই শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যা রাহিমাহুল্লাহ পছন্দ করেছেন।

প্রশ্ন: ১৫ যখন কেউ দু’ নামাজ জমা করে আদায় করবে তখন নামাজের পরের যিকরগুলোর অবস্থা কী হবে?

উত্তর: উত্তম হচ্ছে, সে ব্যক্তি উভয় নামাজ আদায়ের পর উক্ত যিকরগুলোর মধ্যে প্রথমে প্রথম নামাজের পরের যিকর পড়ে নিবে তারপর দ্বিতীয় নামাজের পরের যিকরগুলো পড়ে নিবে। (অর্থাৎ যিকরগুলো ধারাবাহিকভাবে পরপর দু’বার করে নিবে) তবে যদি সর্বশেষ নামাজের যিকর আদায় করে তবে তাতে প্রথম নামাজের যিকরও আদায় হয়ে যাবে।

প্রশ্ন: ১৬ মাসজিদে র একই সময়ে দু’টি জামা‘আত অনুষ্ঠানের বিধান

উত্তর: একই সময়ে মাসজিদে দু’টি জামা‘আত অনুষ্ঠিত করা জায়েয নয়। কারণ এটি মুসলিমদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ও তাদের ঐক্যে ফাটল ধরাবে।

জামা'আত তো কেবল মুসলিমদের ঐক্যের উপর প্রমাণ হিসেবে ফরয করা হয়েছে।

আর এ মতটিই শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যা রাহিমাহুল্লাহ পছন্দ করেছেন।

প্রশ্ন: ১৭ যদি সফরে কারও মনে পড়ে যে সে মুকীম অবস্থায় যে নামাজ পড়েছিল তা কোনো কারণে বিশুদ্ধ হয় নি, যেমন তার অজু ছিল না, তাহলে সে এখন কত রাকা'আত আদায় করবে? অনুরূপভাবে মুকীম অবস্থায় কারও যদি মনে পড়ে যে সে সফর অবস্থায় যে নামাজ পড়েছিল তা কোনো কারণে বিশুদ্ধ হয় নি, তাহলে সে এখন কত রাকা'আত নামাজ আদায় করবে?

উত্তর: এসব অবস্থায় তাকে পূর্ণ নামাজই পড়তে হবে, কসর নয়। [ইবন বায রহ.]

প্রশ্ন: ১৮ নামাজ জমা করা বলতে কী বুঝায়?

উত্তর: জমা করতে বলতে বুঝায়, মুসল্লী এগিয়ে এনে যোহরের সময়ে প্রথমে যোহর তারপর আসর আদায় করা। অথবা যোহরকে এমনভাবে দেরী করা যে যোহরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাবে, তারপর আসরের ওয়াক্ত আসলে প্রথমে যোহর আদায় করে তারপর আসরের নামাজ আদায় করা।

অনুরূপভাবে মাগরিব ও ইশার ক্ষেত্রেও যোহর ও আসরের মত আদায় করা। অর্থাৎ মাগরিবের সময়ে ইশাকে এগিয়ে এনে প্রথমে মাগরিব তারপর ইশার নামাজ আদায় করবে। অথবা মাগরিবকে এমনভাবে পিছিয়ে দিবে যে মাগরিবের সময় শেষ হয়ে যাবে, তারপর ইশার ওয়াক্ত হলে প্রথমে মাগরিব আদায় করে তারপর ইশার নামাজ আদায় করে নিবে।

এভাবে এগিয়ে এনে কিংবা পিছিয়ে নিয়ে নামাজ পড়াকে জমা তাকদীম ও জমা তা'খীর বলা হয়।

প্রশ্ন: ১৯ মুসাফির তার নামাজ কখন জমা করা শুরু করতে পারবে?

যখন মুসাফির তার নিজের স্থানে থাকবে তখন যদি তার নামাজের সময় হয়ে যায়, তখন তার জন্য কসর করা বৈধ হবে না। অনুরূপভাবে জমাও করতে পারবে না, তবে যদি সে ভয় করে যে এ অবস্থায় বের হয়ে পড়লে দ্বিতীয় নামাজের ওয়াক্ত পার হয়ে যাবে, সে সেটাকে তার সময়মত আদায় করতে পারবে না, বা নামাজ আদায়ের জন্য অবতরণ করতে পারবে না, যেমন কেউ যোহরের নামাজের সময় বিমানের সফর করল, বা আন্তজেলা গাড়ীতে ভ্রমণ শুরু করল, এমতাবস্থায় তার জন্য বৈধ রয়েছে আসরকে কোনো প্রকার কসর ব্যতীতই যোহরের সাথে আদায় করে নেওয়া। (অর্থাৎ তখন যোহরের সাথে আসরকে চার রাকা'আত পড়ে নিবে)।

প্রশ্ন: ২০ যদি কেউ দেরী করে নামাজ জমা করার নিয়ত করার পর যখন সে বাড়ী ফিরে গেল তখন দেখল যে দ্বিতীয়টির সময় এখনও হয়নি এমতাবস্থায় সে কী করবে?

উত্তর: যখন কেউ জমা তা'খীর বা দ্বিতীয় নামাজের সাথে দেরী করে জমা করে আদায় করার নিয়ত করে সফর শুরু করার পর দেখল যে সে দ্বিতীয় নামাজটির সময় আসার আগেই বাড়ীতে ফিরে গেলো এমতাবস্থায় সে দ্বিতীয় নামাজটিকে প্রথম নামাজের সাথে মিলিয়ে আদায় করবে না, বরং প্রত্যেক নামাজকে তার নির্দিষ্ট সময়ে পূর্ণরূপে আদায় করে নিবে। (চার রাকা'আত); যদিও সেখানে অবশিষ্ট সময় খুব সামান্যই হয়। কারণ কসর ও জমা করার মূল কারণ ছিল সফর, তা তো চলে গেছে।

এ ফতোয়াটির ভিত্তি হচ্ছে জমা তা'খীর বা দেরী করে জমা করে আদায় করার ক্ষেত্রে প্রথম ওযরটিকে চলমান থাকার শর্ত অবশিষ্ট থাকার বাধ্য-বাধকতা আরোপ করা।

কিন্তু যদি কেউ জমা তা'খীর বা দেরী করে পরবর্তী নামাজের সাথে আদায় করার নিয়তে সফরে বের হলো, কিন্তু যে স্থানের উদ্দেশ্যে সফর বের হয়েছে সেখানে গিয়ে দেখল যে এখনও প্রথম নামাজের সামান্য সময় বাকী আছে তারপর দ্বিতীয় নামাজের সময় প্রবেশ করবে, তখন কী করবে?

বস্তুত এখানে তার কয়েকটি অবস্থা থাকতে পারে:

প্রথম অবস্থা: যদি সে কোনো মাসজিদে না থাকে তবে তার জন্য উত্তম হচ্ছে অপেক্ষা করা যাতে করে দ্বিতীয় নামাজের ওয়াক্ত হয়ে যায়, তারপর সে দু' নামাজকে জমা ও কসর করে একসাথে আদায় করবে। তবে যদি ভিন্ন ভিন্নভাবেও আদায় করে তাহলে তাও জায়েয।

দ্বিতীয় অবস্থা: যদি সে দ্বিতীয় নামাজের আযানের পরে কিন্তু সেটার ইকামতের পূর্বে মাসজিদে প্রবেশ করে তাহলে সে প্রথমে কসর করে প্রথম নামাজটি আদায় করে নিবে তারপর দ্বিতীয় নামাজটি জামা'আতের সাথে আদায় করবে।

তৃতীয় অবস্থা: যদি সে মাসজিদে প্রবেশ করে দেখল যে লোকেরা দ্বিতীয় নামাজ আদায় করছে এমতাবস্থায় তাদের সাথে প্রথম নামাজের নিয়ত করে নামাজের জামা'আতে প্রবেশ করবে, তারপর যেভাবে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে সেভাবে আদায় করবে, অর্থাৎ উপরোক্ত ৬ নং প্রশ্নোত্তরের মত করে আদায় করবে।

আর যদি জমা তাকদীম বা অগ্রীম জমা করে নেওয়ার পরে এমন সময় নিজ শহরে প্রবেশ করল যে তখনও প্রথম নামাজের সময়ও বাকী আছে, এমতাবস্থায় সে কসর ও জমা করে যা আদায় করে নিয়েছে তা-ই তার জন্য বিশুদ্ধ হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে। অর্থাৎ তাকে আর সেটা আদায় করতে হবে না।

প্রশ্ন: ২১ নৌকা, লঞ্চ কিংবা বিমানে কীভাবে নামাজ আদায় করবে?

নৌকা লঞ্চ-স্টিমার কিংবা বিমানে যেভাবে মুসল্লির জন্য সহজ হয় সেভাবে

নামাজ আদায় করতে পারবে। তা মাকরূহ হবে না। কারণ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পানির জাহাজে নামাজ আদায় করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছেন,

«**صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق**». رواه الدار قطني والحاكم على شرط الشيخين.

“তুমি তাতে দাঁড়িয়ে নামাজ আদা করো, তবে যদি ডুবে যাওয়ার ভয় কর তাহলে ভিন্ন কথা”। দারা-কুতনী ও হাকিম বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী তা চয়ন করেছেন।

বিমানে নামাজ আদায়ের বিবিধ অবস্থা:

বিমানে নামাজ আদায় দু’ প্রকার: নফল নামাজ ও ফরয নামাজ।

ক) যদি সে নামাজটি হয় নফল, তবে:

আরোহী যেভাবে যে অবস্থায় আছে সেভাবে সে অবস্থায় আদায় করতে পারবে। রুকু ও সাজদা ইঙ্গিত করে আদায় করতে পারবে, সেটা যেদিকেই ফিরে থাকুক না কেন। কিবলার দিকে মুখ করে থাকা শর্ত নয়। অনুরূপ বিধান গাড়ীতে থাকার ব্যপারেও প্রযোজ্য। কারণ আমের ইবন রাবী‘আহ বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

«رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به». متفق عليه

“আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার বাহনের উপর যেদিকেই বাহন ফিরছে সেদিকেই নামাজ আদায় করতে দেখেছি”। [বুখার ও মুসলিম]

আর বুখারীর বর্ণনায় অতিরিক্ত এসেছে,

«يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة».

"তিনি (রুকু ও সাজাদার সময়) তার মাথা দিয়ে ইঙ্গিত করেছেন, কিন্তু তিনি ফরয নামাজের ক্ষেত্রে তা করতেন না"।

আর মুসলিমের বর্ণনায় অতিরিক্ত এসেছে,

«يوتر عليها».

"তিনি বাহনের উপর বিতর নামাজও আদায় করেছেন"।

তবে উত্তম হচ্ছে তাকবীরে তাহরীমার সময় কিবলামুখী হয়ে তা করা।

খ) কিন্তু যদি নামাজটি হয় ফরয কোনো নামাজ, তখন তার চারটি অবস্থা থাকতে পারে:

এক. যদি বিমানের আরোহনের পূর্বে বা বিমান থেকে নামার পরে সে ফরয নামাজটিকে তার নির্দিষ্ট ওয়াক্তে বা জমা তাকদীম অগ্রীম আদায় করে বা জমা তা'খীর বা পিছিয়ে পড়ে নেওয়ার সুযোগ থাকে তবে তাকে সেভাবেই আদায় করতে হবে।

দুই. যদি সময় হওয়ার পূর্বেই বিমানে প্রবেশ করে ফেলে, এবং যদি নামাজটি এমন হয় যা পরবর্তী নামাজের সাথে জমা করে আদায় করা সম্ভব, আর তার অধিক ধারণা হয় যে বিমান প্রথম নামাজটির ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পরেই কেবল ভূমিতে অবতরণ করবে, তখন আরোহীর উচিত হবে জমা তা'খীর বা পিছিয়ে নিয়ে জমা করার নিয়ত করা। যেমন যোহরকে আসরের সময়ে পিছিয়ে নিয়ে জমা করে আদায় করা, অনুরূপভাবে মাগরিবকে ইশার সময়ে পিছিয়ে নিয়ে জমা করে আদায় করা।

তিন. আর যদি সময় হওয়ার পূর্বেই বিমানে উঠে পড়ে, আর তার প্রবল ধারনা হয় যে দু' নামাজ জমা করা যায় এমন নামাজের পুরো সময় চলে যাওয়ার পর কিংবা নামাজটি যদি এমন হয় যা পরবর্তী নামাজের সাথে

জমা করা যায় না যেমন ফজরের নামাজ, তাহলে তার উপর ওয়াজিব হবে বিমানে নামাজ আদায়ের স্থান যদি পাওয়া যায় তাতে তা আদায় করা যদি তা করতে সম্ভব হয়, যদি না পাওয়া যায় তো চলাচল পথে, যদি তাও সম্ভব না হয় তবে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করবে কিন্তু রুকু ও সাজদা তার চেয়ারে বসা অবস্থায় ইঙ্গিত করে আদায় করবে। কোনোভাবেই নামাজের সময় চলে যাওয়া পর্যন্ত দেরী করা তার জন্য বৈধ হবে না।

চার. যদি বিমানে নামাজ আাদায়ের স্থান থাকে এবং সেখানে যথাযথভাবে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে, রুকু করে ও সিজদা করে নামাজ আদায় করা সম্ভব হয় তবে তাকে সেভাবেই নামাজ আদায় করতে হবে, যদি তাতে অনেক সময়ের প্রয়োজন হয়।

প্রশ্ন: ২২ ইশার নামাজকে মাগরিবের নামাজের সাথে জমা করে আদায় করার ফলে বিতর এর নামাজকে কখন আদায় করবে?

উত্তর: যখন মুসাফির মাগরিবের সাথে ইশাকে এগিয়ে এনে আদায় করবে তখন তার জন্য জায়েয রয়েছে বিতর নামাজকে ইশার নামাজের পরেই আদায় করে নেওয়া। তাকে ইশার নামাজের সময় হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না। কারণ বিতরের ব্যাপারে ধর্তব্য হচ্ছে ইশার নামাজের পরে হওয়া, ইশার নামাজের ওয়াক্ত আসা নয়। আর এটাই অধিকাংশ আলেমের মত।

প্রশ্ন: ২৩ বৃষ্টির জন্য মুকীম ও মুসাফির সর্বাবস্থায় জমা করার বিধান

উত্তর: সহী হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টির কারণে মাগরিব ও ইশাকে জমা করে আদায় করেছেন। [বুখারী] সুতরাং বৃষ্টির কারণে জমা করা জায়েয।

তবে তা শুধু তাদের জন্যই বৈধ, যারা মাসজিদের বাইরে এবং মাসজিদে আসতে কষ্ট হবে। কিন্তু যারা মাসজিদে রয়েছেন বা মাসজিদে যেতে কষ্ট হবে না তারা জমা করবে না।

প্রশ্ন: ২৪ রোগ কিংবা ওযর বা বিশেষ প্রয়োজনের কারণে জমা করার বিধান

উত্তর: প্রাধান্যপ্রাপ্ত মতে রোগ কিংবা শরী'আত গ্রহণযোগ্য ওযরের কারণে এবং বিশেষ প্রয়োজনে জমা করে নামাজ আদায় করা জায়েয। বিশেষ ওযরের উদাহরণ হচ্ছে সময় না হওয়া। যেমন কোনো কোনো দেশে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ওয়াক্ত হয় না, কারণ সূর্য আবার উঠে যায় বা রাত লম্বা হয়। সেসব দেশেও জমা করে নামাজ আদায় করা জায়েয।

প্রশ্ন: ২৫ ভয়ের কারণে জমা করার বিধান

উত্তর: প্রাধান্য প্রাপ্ত মতে ভয়ের কারণে জমা করা জায়েয।

IslamHouse.com

@IslamHousebn islamhousebn islamhouse.com/bn/

Bengali.IslamHouse user/IslamHouseBn

For more details visit
www.GuideToIslam.com

GUIDE TO ISLAM

contact us :Books@guidetoislam.com

Guidetolslam.org Guidetoislam1 Guidetoislam www.Guidetoislam.com

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة
هاتف: ٩٦٦١١٤٤٥٤٩٠٠+ فاكس: ٩٦٦١١٤٩٧٠١٢٦+ ص ب: ٢٩٤٦٥ الرياض: ١١٤٥٧
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH
P.O.BOX 29465 RIYADH 11457 TEL: +966 11 4454900 FAX: +966 11 4970126

কসর ও জমা করে সালাত আদায় সম্পর্কে কিছু বিধান

সফর বা ভ্রমন বর্তমান যুগের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হয়েছে। আর সালাত এমন একটি ইবাদাত যা মুসলিমের জন্য সফর ও ইকামত উভয় অবস্থাতেই যথাযথভাবে পালন করতে হয়। মুসলিম মুসাফির ব্যক্তি যখন সফর করে তখন সফরে সালাতকে কীভাবে কসর করবে আর কীভাবে জমা করে আদায় করবে সে বিধি-বিধানগুলো জেনে নিতে হয়। আর তাই এখানে এতদসংক্রান্ত হারামাইন শরীফাইনের আলেমগণ যেমন শাইখ ইবন বায ও ইবন উসাইমীন এবং শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যা রহ. এর কিছু গবেষণার ফল তুলে ধরা হয়েছে।

IslamHouse.com
OsoulCenter
www.osoulcenter.com